ফসল এর বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)t

ফসলের বহুমখীকরণ বলতে বুঝায় ‘‘ফসল উৎপাদনে নতুন কোন ফসল বা ফসল ধারার সংযোজন করা। ফসল বহুমুখীকরণের মাধ্যমে প্রচলিত ফসল ধারায় নতুন ফসল সংযোজন করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ফসলের বহুমুখীকরণ করা হয়। ফসল বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য নিমণরূপ:

১। নতুন কোন ফসল বা জাত প্রবর্তন করে ফসল ধারার উন্নয়ন।

২। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

৩। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৪। রোগ ও পোকার প্রতি ফসলের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫। প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদন করা।

৬। কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

৭। ফসলের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা।

৮। সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা।

৯। পশু খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১০। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করা।

১১। পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

১২। দেশে খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করা।

ফসল বহুমুখীকরণের সহায়ক উপাদানঃ

১। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটির উর্বরতা, সেচ সুবিধা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি অনুকূলে থাকা।

২। উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প মেয়াদী ফসলের জাত।

৩। উৎপাদন উপকরণ যেমন বীজ, সার, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ।

৪। বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ।

৫। গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম।

৬। সরকারের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ।

ফসল বহুমুখীকরণের ফলাফল বা প্রভাবঃ

১। দেশের ও সমাজের পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তন হয়।

২। দেশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সহায়ক হয়।

৩। দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৪। জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

৫। বেকার সমস্যার সমাধানে সহায়তা হয়।

৬। কৃষকের ফসলের সঠিক মূল্য পাওয়ার জন্য সহায়ক।

৭। দেশের উন্নয়নে সহায়ক হয়।